পরিকাঠামোতে ঘাটতি, ঘুরে দেখলেন জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মধ্যে অন্যতম হল আবাস খাসজঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। বাম আমলে গড়ে ওঠা এই পার্কে এই মুহূর্তে ৩২টি ছোট কারখানা রয়েছে। কিন্তু শিল্পের উন্নতির গল্প বললেও এই ধরনের শিল্পতালুকেই নেই পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। তাই জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছিলেন কারখানার মালিকেরা। মঙ্গলবার সেই অভিযোগ নিয়ে কারখানার মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেন জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী। ঘুরে দেখলেন কারখানাগুলির অবস্থা। ২০০৪ সালে মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে তৈরি হয়েছে খাসজঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। এখনও পর্যন্ত এই পার্কে ৩২টি ছোট কারখানা তৈরি হয়েছে। মশারি, চকলেট, আইসক্রিম বিভিন্ন রকম খাবার সামগ্রী-সহ লোহার সামগ্রীর কারকানা রয়েছে সেখানে। এই ৩২টি কারখানার মাঝে নতুন করে আরও ১৯টি কারখানার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এলাকায় এসেছে। ১৩ একর জমির ওপরে ৫৪টি প্লটে বিভক্ত ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে নতুন করে ১৯টি কারখানাকে স্থান দিতে গেলে বেশ কিছু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। কারণ ২০০৪ সালে ওই চত্বরটি তৈরি হওয়ার পরে সংস্কার বা এলাকার উন্নতির স্বার্থে তেমন কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই প্রশাসনের। সেখানে থাকা ৩২টি চলমান ছোট কারখানার মালিকেরা বারবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন এলাকার পরিস্থিতি ঠিক রাখতে বেশ কিছু পরিকাঠামো তৈরি প্রয়োজন। যেমন নিকাশী, পর্যাপ্ত বিদ্যুতায়ণ, পানীয়, জমি সমস্যা, পার্কিং প্রভৃতি। যার প্রস্তাব ইতিপূর্বেই ওখানকার কারখানার মালিকেরা দিয়েছিলেন। সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে কারখানার চত্বরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এন্টারপ্রেনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে বৈঠক করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী।

বৈঠকের পরে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব রায় বলেন, এখানে জমি সংস্করণ, পার্কি প্লেস, পানীয় সমস্যা, নিকাশী সমস্যার মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে। এই কাজগুলি না করা গেলে নতুন করে কারখানা স্থাপন করা সমস্যাবহুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই চত্বরে আরও ১৯ জন কারখানা করবে বলে প্রস্তাব দিয়েছে। তাই তার আগে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আমরা দাবি করেছিলাম। জেলাশাসক ইতিবাচক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বৈঠকের পর এদিন জেলাশাসক বিভিন্ন কারখানাগুলি ঘুরে দেখেন। সমস্ত কারখানার মালিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং যে সমস্ত কর্মীরা কর্মসংস্থান পেয়েছেন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যাদিগুলিও ঘুরে দেখেছেন। জেলাশাসক বলেন, এই শিল্পাঞ্চল এলাকার উন্নতির স্বার্থে বেশকিছু সংস্করণ প্রয়োজন, প্রস্তাবগুলি পেয়েছিলাম সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে যে ১৯টি প্রস্তাব এসেছে সেগুলো যাতে দ্রুত এখানে কাজ শুরু করতে পারে সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।

স্মল সেভিংস এজেন্ট ইউনিয়নের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার হলে পোস্ট অফিস 'স্মল সেভিংস এজেন্ট ইউনিয়ন'-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি গঠন ও হলদিয়া মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিরোধিতা করা হয়। ২০১০ সালে এই কমিটি গঠিত হয়। এদিন ছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পুনর্গঠন অনুষ্ঠান। এই জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট কালাচাঁদ রাউৎ। এই কালাচাঁদ রাউতের উপস্থিতিতেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। জেলার নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাধাকৃষ্ণ অধিকারী। সহসভাপতির দায়িত্ব পান চিত্তরঞ্জন মাইতি ও অন্যান্যরা। সম্পাদকের দায়িত্ব পান অজয় কুমার মাজী। সহসম্পাদক হলেন, রবীন্দ্রনাথ দাস। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদ সদস্য মিলন কুমার পাত্র, চৈতন্যপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান দূর্গা পন্ডিত মাইতি, চৈতন্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মান্না ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সম্মেলনে গ্রাহক-সহ এজেন্টদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আনতে ১৬ দফা দাবি আনা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দাবি হল, ১) এজেন্টদের কমিশন বৃদ্ধি, ২) গ্রাহকদের সুদ বৃদ্ধি, ৩) এজেন্টদের পেনশন চালু, ৪) গ্র্যাচুইটি, ৫) প্রফিট অ্যান্ড ফান্ড, ৬) গ্রুপ ইনসিওরেন্স প্রদান। এছাড়াও পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারদের কালো বাজারি রুখতে গ্রাহক-সহ এজেন্টদের সচেতন হওয়ার ডাক দেওয়া হয়। এছাড়াও গ্রাহকদের (কাস্টমার ইনডেক্স ফাইল) পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যাপারে জোর আনা হয়। সব মিলিয়ে এদিনের স্মল সেভিংস এজেন্ট ইউনিয়ন সম্মেলন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করল।

তমলুক থানায় বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ সোমবার বিকালে তমলুক থানার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করলো বিজেপি। জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের ওপর মারধর শাসকদলের। পাশাপাশি পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে চলে এই বিক্ষোভ সমাবেশ। অভিযোগ, তমলুকে ব্লকের শ্রীরামপুর ১ গ্রামপঞ্চায়েত বিজেপির দখলে থাকা সত্ত্বেও গত কয়েকদিন আগে মারধর করা হয় বিজেপির প্রধান ও উপপ্রধানকে। পঞ্চায়েতে প্রবেশ করতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। অথচ পুলিশে অভিযোগ করা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পুলিশের।

মূলত এই অভিযোগে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে তমলুক থানার সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয়। এদিনের অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু-সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। সায়ন্তনবাবু অভিযোগ করেন, থানাগুলো তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে তাই সাধারণ মানুষের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করছে। এই দলটা কে না হারালে এই সমস্যার সমাধান হবে না।

কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ ফসল বীমা যোজনা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের টাকা বন্টনে বেআইনি টাকা নেওয়া বন্ধ, কৃষিক্ষেত্রে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, ষাটোর্দ্ধ সমস্ত প্রান্তিক কৃষককে পেনশন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তিকরণ-সহ বিভিন্ন দাবিতে কৃষিমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হল। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ফসল বীমা যোজনা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীমা কোম্বানীর দেয় টাকা বন্টনে সমবায় সমিতিগুলির পক্ষ থেকে বেআইনিভাবে টাকা নেওয়া বন্ধ, যে সমবায়গুলি টাকা নিয়েছে তা অবিলম্বে ফেরৎ ও ঐ সমবায়গুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা সহ ছয়দফা দাবিতে সারা ভারত কিষাণ ক্ষেতমজদুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কৃষিমন্ত্রী আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন দিলীপ কুন্ডু, উৎপল প্রধান, নারায়ণচন্দ্র নায়ক প্রমুখ। অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, কুইন্টাল প্রতি সহায়ক মূল্য—ধান ২০০০ টাকা, পাট ৬০০০ টাকা, আলু ৮০০ টাকা ঘোষণা, কৃষিক্ষেত্রে ৩ একর পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে ২০০ দিন কাজ ও ৩০০ টাকা মজুরি সুনিশ্চিত, মধ্যচাষি, নিম্নবিত্ত ও গরীব চাষিদের কৃষিকাজকে এই স্কীমে অন্তর্ভূক্তিকরণ, প্রতি ব্লকে বহুমুখী হিমঘর স্থাপন, ষাটোর্দ্ধ সকল প্রান্তিক চাষি ও ক্ষেতমজুরকে পেনশন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তিকরণ প্রভৃতি। মন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীমা কোম্পানীর দেয় টাকা বিলি নিয়ে চলছে নানা অসংগতি। কোন কৃষক কত টাকা পাবে তার কোন তালিকা জেলা বা ব্লক প্রশাসনের কাছে নেই। আবার সমবায় সমিতিগুলি ঐ টাকা বিলির ক্ষেত্রে ৩ থেকে ২০ শতাংশ টাকা কেটে নিচ্ছে নানা অছিলায়। সংগঠনের দাবি— গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসে বীমা প্রাপকদের নামের তালিকা টাঙাতে হবে। প্রতিনিধিদলের নেতারা বলেন, অবিলম্বে দাবিগুলি পূরণে কৃষি দপ্তর কার্যকরি পদক্ষেপ না নিলে সংগঠন রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

তমলুকের রাখাল মেমোরিয়াল ময়দানে মাল্টিজিম ও স্পার উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুকের বাসিন্দাদের অনেক দিনের আশা পূরণ হল মঙ্গলবার। এদিন সন্ধ্যায় তমলুক রাখাল মেমোরিয়াল মাঠে উদ্বোধন হল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মাল্টিজিম ও স্পা। উদ্বোধন করেন, তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রশ্মি কমল, জেলাপুলিশসুপার ভি সোলেমন নিশা কুমার প্রমুখ। উল্লেখ্য, তমলুকের রাখাল মেমোরিয়াল ময়দানে এই মাল্টিজিম ও স্পা এলাকার সাংসদের তহবিলের অর্থে তৈরি হয়েছে।

নবনির্বাচিত সভাধিপতিকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নবনির্বাচিত জেলাপরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাসকে সম্বর্ধিত করলো কাঁথি থানা মার্কেটিং সোসাইটি। একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সভাধিপতিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক সত্যজিৎ ধাড়া, রামনারায়ণ পন্ডা, সমিতির মার্কেটিং ম্যানেজার উৎপল জানা প্রমুখ।

ক্যুইজ কেন্দ্রের সাফাই অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মঙ্গলবার গান্ধীজয়ন্তীতে জাতীয় স্বচ্ছতা দিবসে মেদিনীপুর শহরে সাফাই অভিযান চালালো মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেদিনীপুর স্টেশন চত্বর থেকে অশোকনগর মোড় পর্যন্ত সাফাই অভিযান চালানো হয়। সাফাই অভিযানের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ ও বিশেষ করে পলিথিন এবং প্লাস্টিকজাত দূষণ বিষয়ে পথচলতি মানুষ ও দোকানদারদের সচেতন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষা স্বপ্না ঘোড়ুই, ক্যুইজ কেন্দ্রের সভাপতি রিঙ্কু চক্রবর্তী, সম্পাদক মৌসম মজুমদার, গৌতম বোস, প্রসূন কুমার পড়িয়া, চঞ্চল হাজরা, স্নেহাশীষ চৌধুরী, আল্পনা দেবনাথ বোস, শর্বরী বসু, সুপর্ণা মজুমদার-সহ ক্যুইজ কেন্দ্রের ২৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

প্লাস্টিকমুক্ত কাঁথি গড়ার ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মদিনের থেকে কাঁথিকে প্লাস্টিক-পলিথিনহীন দূষণ মুক্ত করে তোলার প্রক্রিয়ায় পাশে দাঁড়ালো রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের হাত ধরে এই প্রক্রিয়া শুরু করল কাঁথি পৌরসভা। পাশাপাশি শহর সহ সংলগ্ন এলাকার নোংরা আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরির জনেও একটা প্রকল্প গ্রহণ করলো পরিবেশ মন্ত্রক। রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সামনে পরিবেশ মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে একটা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ার কথা ঘোষণা করেন কাঁথির পৌরপ্রধান সৌম্যেন্দু অধিকারী। কাঁথির সুপার মার্কেট সংলগ্ন মাঠে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী আহ্বান জানান, পলিথিনহীন কাঁথি, পরিচ্ছনতাই সাথী এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এগিয়ে চলার। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আটকে থাকলে হবে না। বলেন, এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী, গ্রাহক সকলকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, কাঁথিকে দূষণহীন করার জন্যে সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা রাজ্য সরকার ও সরকারের পরিবেস মন্ত্রক করবে। এদিন পরিবেশ মন্ত্রকের থেকে কাঁথি পৌরসভার হাতে ৫০ হাজার জুটের ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, পৌর এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে এই ব্যাগ বিলি করবে পৌরসভা। এই সভা থেকেই কাঁথি পৌরসভার পৌরপ্রধান সৌমেন্দু অধিকারী জানান, কাঁথি ১ ব্লকের শৌলায় পরিবেশ মন্ত্রকের ১০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পৌরপ্রধান জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই সেই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। পৌরপ্রধান জানিয়েছেন, কাঁথি পৌর এলাকা ও সংলগ্ন অংশের কঠিন এবং তরল বর্জ্য সেখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমা করে জৈব সার-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী, তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাস, কাঁথির মহকুমাশাসক শুভময় ভট্টাচার্য্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশিত হল শিশুদের পত্রিকা 'শরতের নয়ন'

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ কচিকাঁচাদের উচ্ছ্বাস আর বিশিষ্টজনেদের চাঁদের হাটে প্রকাশিত হল শিশুদের পত্রিকা 'নয়ন'-এর এবারের শারদসংখ্যা 'শরতের নয়ন ১৪২৫'। বিগত বছরগুলির মতো এবারও মঙ্গলবার বিকালে ঠিক ৪টা ৫ মিনিটে মেদিনীপুরের রবীন্দ্র নিলয় সভাগৃহে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল নয়ন। এই সভার শিশু সভাপতি ছিলেন ইভলীনা সিনহা। শিশুদের পক্ষে স্বাগত ভাষণ দেন শিশু অহনা মিশ্র। নানা বাঁধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে শিশুদের জন্য এই 'নয়ন' পত্রিকা বিগত ৩৪ বছর ধরে অক্লান্তভাবে প্রকাশ করে চলেছেন সবার প্রিয় সাহিত্যিক বিদ্যুৎ পাল। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী জয়ন্ত সাহা, বিশিষ্ট চারুকলা শিল্পী সুদীপ মাইতি, চক্ষুবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শিবপ্রসাদ রাউৎকে। এদিনের অনুষ্ঠানে সুদূর কলকাতা থেকে হাজির ছিলেন তিন স্বনামধন্য শিশু সাহিত্যিক রতনতনু ঘাঁটি, দীপ মুখোপাধ্যায়, সুনির্মল চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাচিক শিল্পী অমিয় পাল, মালবিকা পাল, সঙ্গীত শিল্পী হায়দার আলি, লোকসংস্কৃতি গবেষক মধুপ দে, মেদিনীপুর জেলা সাহিত্য অ্যাকাডেমির সম্পাদক ভবেশ বসু, শিল্পী বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত শিল্পী বিশ্বেশ্বর সরকার, কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, কবি অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নিলয়ের সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণচন্দ্র ওঝা, সমাজসেবী সুব্রত রায়, সমাজকর্মী রোশেনারা খাঁন, কবি প্রভাত মিশ্র, সমাজসেবী বিজন পাল, বিকাশ দে, দীপক সাহা-সহ মেদিনীপুরের সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা। এদিন কাব্যডিঙা, কথাকই, স্বরলিপি, রেনেশাঁস শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, কাব্যতীর্থ, নৃত্যবিতান, নান্দনিক, তালম, মুদ্রা, আঙ্গিকাম, সঞ্চয়িতা, কাব্যামালঞ্চ, ওঁকার মিউজিক্যাল সার্কেল-সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংস্থার দেড়শতাধিক শিশু ও কিশোর স্ব স্ব প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীতের মধ্য দিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়। সাহিত্য আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্টজনেরা। গোটা অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন পূর্বাশা সোমা সুরুল। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান 'নয়ন' পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যুৎ পাল। এদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নিলয়ে দুই শতাধিক শিশু এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞান মানসিকতা ও মেধা অভীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে বিপুল বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল জেলা বিজ্ঞান মানসিকতা ও মেধা অভীক্ষা ২০১৮। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার ২৯টি ব্লক ও ৮টি পৌরসভা এলাকার মোট ২৮০টি অভীক্ষা কেন্দ্রে আয়োজিত এই অভীক্ষায় উভয় জেলার দেড় হাজারের বেশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণির ৩৮ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নেয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কোথায় কোথায় পৃথকভাবে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের জন্য বিজ্ঞান সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু হওয়া এই পরীক্ষা ঘিরে প্রতি বছরই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অভীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী। সংগঠনসূত্রে জানা গেছে, আগামী বছরের মেধা অভীক্ষা ২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

দশগ্রামে এটিএম বিভ্রাট, সমস্যায় গ্রাহকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সবং ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর সবং-এর দশগ্রামে এটিএম বিভ্রাট। গত তিনদিন ধরে দশগ্রাম বাজার সংলগ্ন এলাকায় স্টেট ব্যাঙ্ক এটিএম খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এটিএম বোতাম নেই টাকা তোলা নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের। এটিএম খারাপ হওয়ায় ব্যাঙ্কে লাইন দিয়ে টাকা তুলতে হচ্ছে। অভিযোগ ব্যাঙ্কের কর্মীদের বারবার জানানোর পরে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। এব্যাপারে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দীপঙ্কর রায় বলেন, আমরা আমাদের দফতের জানিয়েছে। ওনারা ব্যাপারটা দেখবেন।

ভোজালির কোপে আক্রান্ত তৃণমূলী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরে ভোজালির কোপ তৃণমূল কাউন্সিলরের খুড়তুতো ভাইকে। অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে মেদিনীপুর কলেজের সামনে সুকদেব শাসপিল্লী নামে এক স্থানীয় যুবককে পিছন থেকে ছুরি মারে রাজু বাদা নামে তার পূর্ব পরিচিত এক যুবক। আহত সুকদেব মেদিনীপুর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর টৌটন শাসপিল্লীর খুড়তুতো ভাই।

তৃণমূলের শহর সভাপতি বিশ্বনাথ পান্ডবের অভিযোগ, বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টার বন্ধের বিরোধিতা করাতেই চক্রান্ত করে বিজেপি খুন করার চেষ্টা করে শুকদেবকে। আহত শুকদেবকে ভর্তি করা হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে।